দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 05 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

সরকারী প্রাইমারী স্কুলে পড়া লেখা হয় দশ মিনিট

আনজীর লিটন

সরকারী প্রাইমারী স্কুলগুলোতে প্রতি পিরিয়ডে পড়ানো হয় মাত্র দশ মিনিট। এর কারণ পদ্ধতিগত জটিলতা। অথচ প্রতি পিরিয়ডের জন্যে সাকুল্যে সময় বরাদ্দ রয়েছে ৩০ মিনিট। আর প্রথম পিরিয়ডের জন্যে বাড়তি আরো ৫ মিনিট। এর ফলে শিক্ষার্থীরা আগ্রহ হারাচ্ছে পড়া-লেখার প্রতি। অসময়ে ঝরে পড়েছে অগুনতি শিশু। ভুল বুঝছেন অভিভাবকরা। দোষ চাপছে শিক্ষকদের কাঁধে। আর শিক্ষকরা হারাচ্ছেন প্রকৃত মর্যাদা প্রাথমিক শিক্ষার এমনি ফাঁক-ফোকর ধরা পড়েছে ইব্রাহীম সোবহানের এক গবেষণায়।

ইব্রাহীম সোবহান বিদ্যালয় কেন্দ্রীক শিক্ষা প্রকল্পের পরিচালক। তিনি তাঁর গবেষণা ক্লাসে অকারণে সময় নষ্টের চিত্রটি এঁকেছেন এভাবে ঃ ঘন্টা বাজবার পর দেখা যায়, শিক্ষকরা যার যার ক্লাস রুমে যেতে সময় নেন ৫ মিনিট। ক্লাসে যেয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের নাম ডাকার জন্যে নেন ৫ মিনিট। তারপর বাড়ির কাজ দেখেন ১৫ মিনিট। এভাবেই কেটে যায় ২৫ মিনিট। হাতে থাকে ১০ মিনিট সময়। এর মধ্যে যা পড়াবার পড়ান। এ অবস্থা প্রথম পিরিয়ডে। অন্য পিরিয়ডগুলোতে নাম ডাকার ব্যবস্থা নেই বটে অন্য সবই এক, আবার সময়ও কমে এসেছে। তখন ক্লাস চলে ৩০ মিনিট করে। ফলে যা হবার তাই। না পারে শিক্ষকরা পড়াতে, না পারেন শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পাঠ আদায় করতে। শিক্ষক পছন্দমত কাউকে পড়া ধরেন। আবার ধরনেও না। যে কারণে ব্যাক বেঞ্চের ছাত্র-ছাত্রী বলে একটা কথা চালু আছে। এসব ব্যাক বেঞ্চের ছাত্র-ছাত্রী বরাবরই পাঠে অমনোযোগী। ওদের প্রতি শিক্ষকদেরও নজর কম। করারই-বা কি আছে, পদ্ধতিটাই অমন। পরবর্তী ঘন্টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক ক্লাসরুম ত্যাগ করেন। বলে যান, বাড়ি থেকে পড়ে এসো।

কিন্তু বাড়িতেও আছে সমস্যা। নানা ঝক্কি-ঝামেলা। নেই পড়াশোনার পরিবেশ। নেই পাঠাভ্যাসের পর্যাপ্ত সুযোগ। ক'জনই-বা চেয়ার-টেবিলে বসে, দুধের গ্লাস সামনে রেখে পড়তে পারে? অধিকাংশরাই পড়ে মাটিতে মাদুর বিছিয়ে- কুপি বাতির টিমটিমে মলিন আলোয়। মশা-মাছির যন্ত্রণা- এসবই তো স্বাভাবিক চিত্র। তারপরও ওই শিশু শিক্ষার্থীটির নেই ঘরে পড়াবার মতো অভিভাবক।

১৯৯১-এর এক পরিসংখ্যানের সূত্র ধরে ইব্রাহীম সোবহান বলেছেন, শতকরা ৭৫ দশমিক ৯৭ জন অভিভাবক একেবারেই নিরক্ষর। শতকরা ৮ জন অভিভাবক নিজের নাম লিখতে পারেন কিন্তু সন্তানদের পড়া-লেখার কাজের সহযোগিতা করতে পারেন না। শতকরা ৪ জন অভিভাবক পূর্ণাঙ্গ শিক্ষিত হলেও তারা নিজেদের কাজেই ব্যস্ত। এ হিসেবে ৮৭ দশমিক ৯৭ জন অভিভাবক সন্তানদের পাঠ তৈরীতে সাহায্য করতে পারেন না। ফলে সামর্থ্যবান পরিবারের শিশুরা আশ্রয় নিচ্ছে গৃহশিক্ষকের। আর অন্যরা হয়ে পড়ছে হতাশ। পারছে না দৈনন্দিন পাঠ সময়মত শেষ করতে। যার জন্যে ওরা ভয় পাচ্ছে ক্লাস টিচারকে। পড়া-লেখার প্রতিও বাড়ছে অনীহা। বাড়ছে ড্রপ আউটের সংখ্যা। এই হচ্ছে আমাদের সরকারী প্রাইমারী স্কুলের চালচিত্র। যা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে অনেক দূর পিছিয়ে।

বিদেশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সময়ের ক্ষেত্রে রয়েছে প্রায় আধাআধি তারতম্য। বিশ্বের অন্যান্য দেশের স্কুলে বছরে শিক্ষার সময়সূচী ক্লাস ওয়ান এবং টুতে যেখানে ৮শ' ৮৮ ঘন্টা সেখানে বাংলাদেশে ৪শ' ৪৪ ঘন্টা। আবার ক্লাস থ্রি থেকে ফাইভে ১ হাজার ৫২ ঘন্টা ক্লাস নেয়া হয় বছরে। আর আমাদের এখানে ৭শ' ১৫ ঘন্টা। এমনিতেই দেশে বর্তমান শিক্ষক ছাত্রের অনুপাত ১ দশমিক ৬০। ক্ষেত্র বিশেষে আরো বেশি। সরকারের পক্ষেও সম্ভব হচ্ছে না নতুন স্কুল চালু করা এবং শিক্ষক নিয়োগ দেয়া।

এতসব সমস্যায় হাবুডুবু খেয়ে দেশের প্রাইমারী শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল অবস্থা। সরকারও চাচ্ছে একটা কিছু করতে। পদক্ষেপ নিয়েছে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর। বাস্তবায়ন হচ্ছে কি হচ্ছে না- এর মূল্যায়ন সময় সাপেক্ষ। কিন্তু এখনই প্রয়োজন যুগোপযোগী বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতির। কারণ জাতির মেরুদণ্ড হচ্ছে শিক্ষা আর শিক্ষার মেরুদণ্ড হচ্ছে প্রাইমারী শিক্ষা।

আর এ তাগিদ থেকেই ইব্রাহীম সোবহান নতুন ধরনের প্রাইমারী শিক্ষা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। যার নাম দিয়েছেন বিদ্যালয় কেন্দ্রীক শিক্ষা পদ্ধতি। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, স্কুলের পড়া স্কুলেই শেষ করতে হবে। তাই প্রতি পিরিয়ডের জন্যে সময় দিয়েছেন ৬০ মিনিট। ক্লাস শুরু হবে সকাল ১০টায়। দুপুর ১২টা পর্যন্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী। পরে ১২টা ১৫ মিনিট থেকে ২টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত তৃতীয়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর দুটো পিরিয়ড চলবে। তারপর ৩০মিনিট বিরতি। বিরতির পর ২টা ৪৫ মিনিট থেকে ৪টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত পরবর্তী দু'পিরিয়ড।

এ পদ্ধতিতে শিক্ষকের শ্রেণী পরিবর্তন করতে লাগবে ৫ মিনিট, ছাত্র-ছাত্রীর আকর্ষণ ৩ মিনিট, পূর্ব পাঠ অনুশীলন ৭ মিনিট, নতুন পাঠ তৈরী ২০ মিনিট, শ্রেণীতে পাঠ তৈরীকরণ ১৫ মিনিট, দৈনিক পাঠ মূল্যায়ন বা ক্লাস টেস্ট ১০ মিনিট- সব মিলিয়ে ৬০ মিনিটের এক পিরিয়ড।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক প্রশিক্ষণ প্রফেসর নুরুল আলম এ প্রসঙ্গে বলেন, 'ইব্রাহীম সোবহানের এই পদ্ধতি কতোটুকু যুৎসই- তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে বলা যাচ্ছে না। আপাত দৃষ্টিতে সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে বলে আমরা কুষ্টিয়ার ৩০টি স্কুল বেছে নিয়েছি পরীক্ষামূলক এই কার্যক্রমের জন্যে'। প্রফেসর নুরুল আলম বলেন, 'খুব শিগগিরি ঐসব স্কুলে টিম যাবে। বেইস লাইন সার্ভে হবে। প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, শিক্ষার্থী সব বিষয়ে সরেজমিন রেজাল্ট পাবার পর সরকার সিদ্ধান্ত নেবে- ইব্রাহীম সোবহানের এই পদ্ধতি আদৌ যুক্তিযুক্ত কি-না।

সৌজন্যে ডেভলপমেন্ট ফিচারস